তারিখ 15 OCT 1988
পৃষ্ঠা ১/৮ কলাম
বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
003
১৬

দৈনিক বাংলা

এইচএসসি-তে ভর্তির নতুন নিয়ম

(জালালউদ্দিন আহমেদ)

উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তির সময় প্রার্থীর এসএসসি পরীক্ষার নম্বরপত্রের (মার্কশীট) মূল কপি সংশ্লিষ্ট কলেজে জমা দেয়ার জন্যে সম্প্রতি এক সার্কুলার জারি করা হয়েছে।

দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ড গত আগস্ট মাসে একই সঙ্গে উক্ত মর্মে সার্কুলার জারি করে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিলম্ব ফিস ছাড়া উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

নিয়ম

(প্রথম পৃঃ পর)

ভর্তির শেষ তারিখ নির্ধারণ করা হয় ২৬শে সেপ্টেম্বর। তবে বিলম্ব ফিস দিয়ে ভর্তির জন্য শেষ তারিখ রাখা হয়েছে ২৫শে অক্টোবর পর্যন্ত।

সার্কুলারে বোর্ড কর্তৃপক্ষ উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তি এবং ক্লাস শুরু করার তারিখও বেঁধে দিয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসে উপস্থিতির ন্যূনতম হারও বেঁধে দেয়া হয়েছে।

শিক্ষা বোর্ডের সার্কুলারে বলা হয়েছে যে অভিভাবকের বদলী-জনিত কারণ ছাড়া উচ্চ মাধ্যমিক ক্লাসের কোন ছাত্রছাত্রী কলেজ পরিবর্তন করতে পারবে না এবং ভর্তির সময় অবশ্যই তাকে এসএসসি পরীক্ষার মূল নম্বরপত্র (মার্কশীট) এর সত্যায়িত কপি ও বিদ্যালয়ের প্রশংসাপত্র জমা দিতে হবে। পরবর্তী সময়ে বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন কার্ডের সঙ্গে উক্ত মূল নম্বরপত্র কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদেরকে ফেরত দিয়ে দিবে। আর পাঠে বিরতি থাকলে পাঠবিরতি সার্টিফিকেট ও ফি বোর্ডে জমা দিতে হবে। এবং এই সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের ছবিও অধ্যক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত হবে।

শিক্ষা বোর্ডসমূহের এই নির্দেশের ফলে দেশের অধিকাংশ জেলা শহরের কলেজগুলোতে বিশেষ করে নামকরা কলেজে ভর্তির চাপ কমে গেছে বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, আগের বছরগুলোতে উচ্চ মাধ্যমিক ক্লাসসমূহে ভর্তির জন্য ছাত্রছাত্রীরা জেলা শহরের কলেজগুলোতে ভিড় করতো। পরে অবশ্য বোর্ডের ফাইনাল পরীক্ষার প্রাক্কালে ছাত্রছাত্রীরা তাদের সুবিধা মতো মফস্বল কলেজসমূহে টিসি নিয়ে চলে যেতো। কিন্তু নতুন নিয়মের ফলে শহরের কলেজগুলোতে ছাত্র ভর্তির চাপ নেই। অপরদিকে মফস্বলের কলেজগুলোতে ভর্তির হিড়িক পড়ে গেছে। এবার থেকে ছাত্রছাত্রীগণ এমন কলেজে ভর্তি হচ্ছে যেখান থেকে সে মোটামুটি ভালো ভাবে পরীক্ষা দিতে পারবে বলে মনে করছে।

এছাড়া নতুন সার্কুলারে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসে উপস্থিতির হার শতকরা ৭৫ ভাগ নির্ধারণ করা হয়েছে। ৭৫ ভাগের কম কিন্তু ৬০ ভাগের কম নয় এমন সব ছাত্রছাত্রীকে নন-কলেজিয়েট এবং যাদের উপস্থিতি শতকরা ৬০ ভাগের কম, তাদের ডিস-কলেজিয়েট হিসাবে গণ্য করা হবে। ডিস-কলেজিয়েট ছাত্রছাত্রীরা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে না। এছাড়া কোন ছাত্র-ছাত্রীকে ছাড়পত্র প্রদানের সময় শিক্ষা বর্ষে বিভিন্ন বিষয়ে অনুষ্ঠিত মোট ক্লাসের সংখ্যা এবং তার উপস্থিতির সংখ্যাও উল্লেখ করতে হবে।